দৈনিক ইনকিলাব
তাং 25 DEC 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
UU 104

শিক্ষা ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

মোঃ আবদুস সাত্তার

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জনশক্তির ভূমিকা সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের চাহিদামাফিক জনশক্তি শিক্ষিত হলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। বিপরীতপক্ষে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অদক্ষ জনসংখ্যা দেশের সকল অগ্রগতির সুফলকে গ্রাস করে ফেলে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর দেশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভরশীল। আর শিক্ষা এ লক্ষ্যে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কারণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সবচে' প্রয়োজন আত্মসচেতনতা, স্বাবলম্বী হবার মানসিকতা, যা এ দেশের ৮০ ভাগ মানুষের নেই নিরক্ষরতার জন্যে। আর জনগণ কতটুকু গ্রহণ করার মানসিকতা সম্পন্ন, কতটুকু গ্রহণে সক্ষম তা সক্রিয় বিবেচনায় না রেখে উপর্যুপরি কর্মসূচী চেপে দিলে তা সফলকাম হবে না। আর হচ্ছেও তাই। দেশের ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক নিরক্ষরতা শত শত কোটি টাকার পরিবার পরিকল্পনা বাজেটকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে দিচ্ছে না। তাই, সর্বাগ্রে জনগণের নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষার আলোকে এদের আত্মসচেতন করে গড়ে তুলতে হবে।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সকল সচেতন নাগরিককে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জন্ম হার কমানোর জন্যে বহুমুখী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফলকে গ্রাস করে ফেলেছে। উক্ত পরিকল্পনা মেয়াদকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ হারে হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের ১৫.৫০ লক্ষ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে টনে পৌঁছেছে। আলোচ্য সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ৬২ শতাংশ থেকে কমে আসার পরিবর্তে ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে। ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ৪০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫ শতাংশে পৌঁছেছে। দরিদ্রসীমায় লোকসংখ্যার পরিমাণ ৮০ শতাংশ হতে ৮৫ শতাংশে পৌঁছেছে। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দু'হাজার সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১৪ কোটি ২১ লক্ষে দাঁড়াবে। এ অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমির পরিমাণ ৩৩ শতাংশের স্থলে ১৫ শতাংশে এসে দাঁড়াবে। নির্ভরশীলের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং উপার্জনক্ষম লোকের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে আরো কমে যাবে। ১ একর পর্যন্ত ভূমির মালিকের সংখ্যা বর্তমান ৬০ শতাংশ হতে বেড়ে ৮০ শতাংশে উপনীত হবে। বাড়তি লোকের ভরণ-পোষণের জন্যে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ উপযোগী সম্পদ খাদ্য আমদানীতে ব্যয় হবে। ফলে, অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে। অপরদিকে, বর্ধিত জনসংখ্যা যখন শ্রমশক্তিতে পরিণত হবে তখন বেকার সমস্যা আরো ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করবে। এ অনিবার্য ভয়াবহতা রোধে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষা বিস্তার অতীব জরুরী।

শিক্ষিত লোক পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন, অন্যদিকে গ্রামীণ নিরক্ষর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত। এদের দৃষ্টিশক্তি নিরক্ষরতার অভিশাপে ক্ষীণ হয়ে আছে। ভবিষ্যতের মঙ্গলচিন্তা এরা করতে অক্ষম। বর্তমান নিয়েই এরা বিব্রত। 'বহু পুষ্যি দরিদ্রের লক্ষণ'— এ কথা এরা বুঝে না। জ্ঞানের আলোর অভাবেই এদের এ দুর্গতি। সেজন্যে শিক্ষার আলোকে এদের মনের অন্ধকার দূর করা ভিন্ন এ দুর্গতি মোচন কিছুতেই সম্ভব নয়।

বয়স্করাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এরাই সংসারধর্মী। কাজেই এদের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষিত করে তুললেই এরা নিজেদের স্বার্থেই পরিকল্পিত পরিবার গঠনে উদ্যোগী হবে। বয়স্ক শিক্ষার মূলমন্ত্র হবে সুন্দর জীবনযাপন যা অর্থসম্পদ, জ্ঞান-গরিমায় ও পারিবারিক পরিবেশে ফুটে উঠবে।

পরিকল্পিত পরিবার গঠনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। এর সম্যক উপলব্ধিও বাস্তব জ্ঞানের জন্যে এ লক্ষ্যে প্রণীত প্রচারপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা, ছবিচিত্র, ওষুধপত্রের প্রয়োগবিধি পড়তে পারা এবং বুঝতে সক্ষম হওয়া। তাই, নারী-পুরুষের পঠন ও লিখন-ক্ষমতা অর্জন নেহায়তই জরুরী। কোরআন-হাদীসে জন্মনিরোধ সম্পর্কে যে সকল বিধি-নিষেধ রয়েছে, ইমাম গাজ্জালী, ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ দার্শনিকগণ যে সকল ব্যাখ্যা রেখে গেছেন তা-ও জানা দরকার। বিভ্রান্তিকর ও ভুল ব্যাখ্যার অনুসারী না হয়ে সঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্যে চাই প্রচুর জ্ঞানের অনুশীলন। এর জন্যে ব্যাপক গণশিক্ষার প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক/উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা ব্যতীত ফল লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। এ ক্ষেত্রে মায়েদের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও গৃহপরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষাদান অত্যন্ত সহায়ক হবে। পরীক্ষণের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মতো অর্থনীতির দুষ্টক্ষতের দ্রুত সমাধানে নিরক্ষরদের বয়স্ক শিক্ষা এর অমোঘ ব্যবস্থা। আজ বয়স্করা যে নতুন শিক্ষা লাভ করবে আজই তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম। তাই, শিক্ষা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মতো ভয়াবহতা রোধে পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচ্য।